ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 088 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৮৮ ● কলকাতা ● ১৬ চৈত্র, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০১ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 247

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি তোমাকে মূর্খ বানাতে থাকেন। তিনি সেই পর্যন্ত মূর্খ বানাতে থাকবেন যে পর্যন্ত তুমি বনতে রাজী থাক। যখন মূর্খ বনে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে আর তখন তুমি চিন্তা করবে যে গুরু বারবার কি সব বাজে কথা বলতে থাকেন, তবুও আমরা কেন তাঁর বাজে কথা শুনতে আসি? কেন আসি? কেন তাঁর সান্নিধ্যে আমাদের ভাল লাগে?

ক্রমশঃ

কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ নয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ সরকারি আধিকারিকদের অপসারণ নিয়ে তৃণমূলের করা মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট।এক দিনের মধ্যে রাজ্যের বিডিও এবং বিভিন্ন থানার ওসি-সহ ২৬৭ জন আধিকারিককে অপসারণ করেছে কমিশন। সোমবার কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কল্যাণ। দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তাঁকে মামলা দায়েরের অনুমতি দেয়। মঙ্গলবার মামলাটি দায়ের করা হলে খারিজ করে দেয় হাই কোর্ট।নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না আদালত। একই সঙ্গে বিডিও এবং থানার ওসি-দের অপসারণ নিয়ে করা মামলাও খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। মঙ্গলবার হাই

এরপর ৫ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? মুখ্যমন্ত্রী কি আইনের উর্ধ্বে? প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফর্ম-৬ এর মাধ্যমে ভোট চুরির অভিযোগ জানাতে C E O দফতরে যান এদিন চাপের পাল্টা চাপ তৈরির কৌশল বিজেপির, C E O দফতরে নালিশ জানালেন শুভেন্দু-শমীকরা।'কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ফুটেজ CEO দফতরে জমা দিয়েছি। সরাসরি খুনের হুমকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।শুভেন্দু বলেন,'চৌঠা মে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছে। আর একটা কথা দিয়ে গেলাম। নন্দীগ্রামের মতো মমতা ব্যানার্জি ভবানীপুরে হারছেন, হারছেন, হারছেন।' মমতা বলেন,যতই করো হামলা। আবার জিতবে বাংলা। তৃণমূল জিতবে বাংলা। বিজেপির চক্রান্ত হয়ে যাবে ব্যর্থ।' ২০২১-এ নন্দীগ্রামের পর ২০২৬-এ ভবানীপুরে মুখোমুখি লড়াই হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর। গতবার জিতেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার কী হবে?' এবার ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট রয়েছে ভবানীপুরে। ফল জানা যাবে চৌঠা মে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, আমরা আজকে এখানে এসেছিলাম, মূলত একটি গুরুতর অভিযোগ নিয়ে। ...আমাদের মূল বক্তব্য ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কমিশনের এমসিসির যে নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমরা দুটো বক্তব্যের ক্লিপ, এবং তার ভাষণের পেনড্রাইভ জমা দিয়েছি। একটা ভাষণে তিনি বলছেন, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী, বা ভোটের কাজে নিযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনীদের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ করে নারী শক্তি মহিলাদেরকে...বলছেন মা বোনেরা আপনারাই হাতা খুন্তি নিয়ে বেরিয়ে এসে এদেরকে প্রতিরোধ করুন। এত সরাসরি হিংসাতে এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত হাজার হাজার নিরাপত্তা রক্ষীকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে, সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে, উনি আক্রমণ করেছেন। দ্বিতীয়ত বলছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা, আপনারা জেনে রাখুন ৪ তারিখের পরে পোস্টার দিয়ে বলতে হবে, যে আমি বিজেপি করিনা।' শুভেন্দু প্রশ্ন তুলে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন আপনারা ব্যান করবেন না ? ব্যবস্থা নেবেন না ? তিনি কি আইনের উর্ধ্বে ? এই প্রশ্ন এবং এই অভিযোগ নিয়ে, আমরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে প্রশ্ন রেখেছি, দাবি পত্র দিয়েছি।'কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? মুখ্যমন্ত্রী কি আইনের উর্ধ্বে? প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারীর।

সোমবার মহকুমাশাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এবার তিনি ভবানীপুরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী। মনোনয়ন জমার আগেই জয়ের হুঙ্কার ছাড়লেন শুভেন্দু অধিকারী। লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন জমা শুরু হল সোমবার থেকে। আর শুরুর দিনই মনোনয়নপত্র দাখিল করেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট রয়েছে নন্দীগ্রামে।হলদিয়ার কদমতলায় জনসভা সেরে সেখান থেকে ট্যাবলোয় করে মনোয়নয়ন জমা দিতে যান শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন দিলীপ ঘোষ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

বদলি হয়ে যাওয়া পুলিশ কর্তাদের ভোট প্রচারের নিরাপত্তায় ব্যবহার, রাজ্য পুলিশকে অনুমতি কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বদলি করে দেওয়া পুলিশ কর্তাদের ভোট প্রচারের রাজনৈতিক কর্মসূচি, সভাস্থল ও ভিআইপির নিরাপত্তা দেখভালের কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের নির্বাচনী আবহে রাজনৈতিক দলগুলির ভিআইপি ক্যাম্পেনারের নিরাপত্তা, সভাস্থলের নিরাপত্তা দেখভালের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ অফিসারদের। প্রসঙ্গত, ভোট ঘোষণার পরই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড় পরিবর্তন করে কমিশন। মুখ্যসচিবের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় নন্দিনী চক্রবর্তীকে। সরানো হয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মিনাকেও। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরেক বড় পদক্ষেপ করে কমিশন। এবার ভোটের আগে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে রদবদল করে কমিশন। এমনকী কলকাতার পুলিশ কমিশনারও বদল করা হয়। মূলত ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পুলিশ কর্তাদের সরাসরি ভূমিকা থাকে। সেই পদে নতুন কোন I P S অফিসারদের আনা হয়।তাই রাজ্য পুলিশের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়ে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। এবার সেই অনুমতি দিয়ে দিল

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বদলি হয়ে যাওয়া পুলিশ কর্তাদের ভোট প্রচারের নিরাপত্তায় ব্যবহার, রাজ্য পুলিশকে অনুমতি কমিশনের

কমিশন।

চিঠিতে বলা হয়েছিল কমিশনের তরফে যে সমস্ত পুলিশ কর্তাকে বদলি করা হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচনের কাজে যাঁরা থাকতে পারবেন না, তাঁদের নির্বাচনী প্রচারমূলক কর্মসূচির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত করতে চায় রাজ্য পুলিশ। কারণ এত সংখ্যায় বদলের পর সভাগুলির নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে নজরদারি চালানোর মতো পুলিশ কর্তার সংখ্যা কমে গিয়েছে।

ভোটের মুখে পদত্যাগ তৃণমূল নেতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসে ফের অস্বস্তি বাড়াল এক নেতার পদত্যাগ। হুগলির বলাগড় ব্লকের জিরাট অঞ্চলের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দেবাশিস সরকার, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। নিজের পদত্যাগপত্র তিনি জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইনের কাছে পাঠিয়েছেন।

বলাগড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। বর্তমানে সেখানে কোনও ব্লক সভাপতি না রেখে কোর কমিটির মাধ্যমে দল পরিচালিত হচ্ছে। আগের বিধানসভা নির্বাচনে বহিরাগত প্রার্থী মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে টিকিট দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এবারের নির্বাচনে রঞ্জন ধারাকে প্রার্থী করা হয়েছে, যিনি স্থানীয় না হলেও সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমেছেন।দেবাশিস সরকার জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তাঁকে প্রধান করা হতে পারে বলে জোর গুঞ্জন ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় তপন দাসকে। কয়েক মাস আগে তপন দাসের মৃত্যু হলে নতুন করে নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। প্রায় এক মাস আগে দেবাশিস সরকারকে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে হঠাৎ করেই বিধানসভা ভোটের আগে তাঁর এই পদত্যাগের খবর সামনে আসতেই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় চর্চা শুরু হয়।

নিজের পদত্যাগপত্রে দেবাশিস সরকার উল্লেখ করেছেন, জেলা নেতৃত্বের অনুরোধেই তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে তিনি পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না বলেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে বলাগড় ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য সঞ্জয় রায় বলেন, দেবাশিস একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী। কোনও সমস্যা থাকলে তা দলের ভিতরে আলোচনা করা যেত। সোশ্যাল মিডিয়ায় এভাবে বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ায় নেতৃত্বকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে।

সিইও দফতর ঘিরে অশান্তির ঘটনায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন খোদ মনোজও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অজয়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মনোজও। তিনি জানান, ওই জায়গায় গন্ডগোল হলে তা সামলানোর দায়িত্ব কলকাতার পুলিশ কমিশনারেরই। অন্য দিকে, সিইও দফতরের সামনে গন্ডগোলের ঘটনায় পুলিশ কাজ না করলে নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ করবে জানান সিইও মনোজ। তাঁর কথায়, "এই জায়গায় ১৬৩ ধারা জারি করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তাই এই জায়গায় কোনও গন্ডগোল হলে, তাঁর দায়িত্ব পরিস্থিতি সামলানো। তাই পুলিশকে দায়িত্ব পালন করতে

এরপর ৬ পাতায়

আমার ঘুম ভাঙায় তৃণমূল নেতারা', হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাবা শিশির অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীর প্রচারে শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এই ছবি দেখা গেল এগরার বালিঘাট স্কুল ময়দানে। বিজেপি প্রার্থী দিব্যেন্দুর সমর্থনে সভা করলেন শিশির ও শুভেন্দু। আর সেই সভা থেকে শুভেন্দু দাবি করলেন, তৃণমূলের লোকেরাই এগরার তৃণমূল প্রার্থীকে হারাতে প্রস্তুত।কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে যেভাবে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে, এগরার মানুষ ভালোভাবে নেয়নি।" এদিন নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন শুভেন্দু। বলেন, "নির্বাচন কমিশন খুব সচেতন ও সতর্ক হয়ে কাজ করছে।" এদিন দিব্যেন্দুর সমর্থনে সভায় শুভেন্দু বলেন, "আমাকে আপনারা বিশ্বাস করেন তো। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, এবার বিজেপি সরকার আসছে। যেদিন বিজেপি সরকার, পরদিন বাড়ি বাড়ি নলে জল। মনে রাখবেন আমরা যা বলি তা করে দেখাই। ২১টা রাজ্যে তাই করেছি।"একইসঙ্গে এদিন তিনি বলেন, সকালে এগরার তৃণমূলের নেতাদের মেসেজ পেয়েই ঘুম ভাঙে তাঁর। এগরায় বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "লোকসভায় এগরা আসনে আমাদের লিড রয়েছে। সেটা

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ বিহারের রাজগীরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এই উপলক্ষে তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রায় আট শতাব্দী ধরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস হয়ে যাওয়া শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছে এক বড় ক্ষতি। তা সত্বেও নালন্দার ভাবনা-চিন্তা জীবিত রয়ে গিয়েছিল। বর্তমানকালে এর পুনরুজ্জীবন অতীত গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের বার্তা দিচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বহুমুখী আদর্শ ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের সংস্কৃতিকে স্বাগত জানিয়েছে নালন্দা। আজকের দিনেও নালন্দার আদর্শের গভীর প্রসঙ্গিকতার কথা উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়া এবং গোটা বিশ্বে একটি প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেন শ্রীমতী মুর্মু।

রাষ্ট্রপতি বলেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে লক্ষ লক্ষ পাণ্ডুলিপি ছিল বলে জানা গিয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত যেহেতু এক উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে এগোচ্ছে, তাই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সেক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেইশতম পর্ব)

আবার কোথাও ভয়ে বিভোর হয়েছে। তবে আজও সুন্দরবন বাসীরা বনবিবি দেবীকে বিশ্বাস করে, সেই কারনে সুন্দরবন বিভিন্ন জায়গায় বনবিবি দেবী পূজিত হন শুক্রবার দিনে।সেই আকস্মিকতার ঘোর কাটাতেই ব্যাঘ্র সম্পর্কিত একটি লোককাহিনি বনবিবি দেবীর উত্থান বলে মনে করা হয়। কাহিনীটি হল, ভয়ানক হিংস্র ও পরাক্রমশালী জঙ্গলের রাজা বাঘ, তার নিজস্ব গরিমার জন্য চিরকাল সবার সমীহ আদায় করে এসেছে। ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার জন্য হয়তো প্রাচীন কাল থেকে মানুষ বাঘকে পুজো

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ক'টা থেকে শুরু ভোট গ্রহণ? আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানাল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন রে রাজনৈতিক উত্তাপ এখন চরমে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গেছে জোরদার প্রচার, আর তার মাঝেই নির্বাচন প্রক্রিয়াও ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। সোমবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ, আর তার সঙ্গেই ভোটের সময়সূচি নিয়েও বড় ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন।সব মিলিয়ে ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। মনোনয়ন, প্রচার আর প্রশাসনিক প্রস্তুতি, এই তিন দিকেই এখন গতি বাড়ছে, আর তার মধ্যেই ধাপে ধাপে এগোচ্ছে বাংলার ভোটযুদ্ধ। নির্বাচন কমিশনের তরফে সোমবারই আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যজুড়ে ভোট প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রতিটি দফার ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে।

এদিকে একই দিনে শুরু হয়েছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও। এই পর্ব চলবে আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রথম দিনেই জমা পড়েছে মোট ৭৮টি মনোনয়নপত্র। কমিশনের দৈনিক রিপোর্টে এই তথ্য সামনে এসেছে।

রাজনৈতিক দলগুলিও এই সময়টাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিরোধী শিবিরের নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সবাই জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন।প্রথম দিনেই নজর কেড়েছে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র। সেখান থেকে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই নিজের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, যা রাজনৈতিক মহলে বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ত্রিশ হাজার বছর পুরোনো। red ochre জাতীয় একধরণের মেটে সিঁদুরচর্চিত।

ভিলেনডর্ফের ভেনাস। আনুমানিক ৩০০০০ বছর পুরোনো। ভিয়েনার ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সন্তু পানের পর এক আক্রান্ত সাংবাদিককে প্রার্থী করল বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সন্তু পানের পর এ বার মানব গুহ। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন 'অনিয়ম'-এর বিরুদ্ধে খবর করে আক্রান্ত হওয়া সাংবাদিকদের প্রার্থী করল বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির চতুর্থ দফার প্রার্থী তালিকায় পূর্ব বর্ধমানের মেমারি কেন্দ্র থেকে সাংবাদিক মানব গুহের নাম ঘোষণা করা হল। এর আগে তারকেশ্বর থেকে সন্তু পান-কে টিকিট দিয়েছে বিজেপি।তৃণমূল এবার বিধানসভা নির্বাচনে দুই জন সাংবাদিক ও একজন মুখপাত্রকে প্রার্থী করেছে। বেলেঘাটা থেকে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন কুণাল ঘোষ, খড়দহ থেকে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন সাংবাদিক দেবদ্বীপ পুরোহিত। এছাড়া দেবাংশু ভট্টাচার্য-কে চুঁচূড়া থেকে প্রার্থী

করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট করার জন্য ২০২২ সালের অক্টোবরে সাংবাদিক মানব গুহকে গ্রেফতার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। যা নিয়ে সোচ্চার হয়ে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা সরকারের বিরুদ্ধে, পুলিশের বিরুদ্ধে বেশ কিছু খবরের জন্য মানব গুহের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

বিজেপিতে এবার তিনজন সাংবাদিক-প্রার্থী

সন্তু, মানব গুহের মত সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে কাজ করা স্বপন দাশগুপ্ত-কে বিজেপি এবার দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী আসন থেকে টিকিট দিয়েছে। স্বপন দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের বিধায়ক দেবাশীষ কুমারের বিরুদ্ধে।

তৃণমূল গড় হিসেবে পরিচিতে মেমারিতে মানবের সামনে রাসবিহারী হালদার

মেমারিতে মানব গুহ-কে লড়তে হবে তৃণমূলের রাসবিহারী হালদারকে। গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এই কেন্দ্র থেকে জিতে আসছে। প্রতিবারের মত এবারও মেমারিতে বিদায়ি বিধায়ককে টিকিট না দিয়ে নতুন মুখকে দাঁড় করিয়েছে। এই আসনে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের হারে ১০ শতাংশের ব্যবধান রয়েছে।

(১ম পাতার পর)

কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ নয়

কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চ এই দুই মামলা খারিজ করে দেয়।

রাজ্যে ভোট ঘোষণার পর থেকে একের পর এক আমলা এবং পুলিশকর্তাকে বদলি করেছে কমিশন। তা নিয়ে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী অর্ককুমার নাগ। গত ২৩ মার্চ মামলাটি শুনানির জন্য আদালতে ওঠে। মামলাকারীর হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আধিকারিক অপসারণ নিয়ে কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিলেন কমিশনের এক্তিয়ার নিয়েও।

গত ১৫ মার্চ রাজ্যে ভোট ঘোষণা হয়েছে। ওই রাতেই রাজ্যের মুখ্যসচিবের পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেয় কমিশন। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে সরানো হয় জগদীশপ্রসাদ মীনাকেও। সেই প্রসঙ্গে কল্যাণ আদালতে বলেন, 'রাতারাতি আধিকারিকদের অপসারণ করা হয়েছে। মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র সরিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমস্যা মুখ্যসচিব দেখছেন। তাঁকে সরিয়ে দিল। স্বরাষ্ট্রসচিব নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁকে শুধু সরিয়েই দেয়নি, অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবের পর অপসারণের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হয়েছে। দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে একের পর এক আধিকারিক এবং পুলিশকর্তাকে। কী উদ্দেশ্যে এই বদলিগুলি করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কল্যাণ। আদালতে মামলাকারীর বক্তব্য ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪ অনুযায়ী কমিশনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা অসীম নয়। কমিশন ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে না বলে সওয়াল করা হয়। মামলাকারীর তরফ থেকে এ-ও বলা হয় যে, কমিশনের পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে (রাজ্য-কেন্দ্র ভারসাম্য) নষ্ট করছে।

কমিশনের তরফে পাল্টা সওয়াল করে বলা হয়েছিস, অবাধ এবং সুষ্ঠু ভোট পরিচালনার জন্য এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে। গত শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী বলেছিলেন, 'এই সব সিদ্ধান্তের (আধিকারিকদের অপসারণ) নেপথ্যে অনেক কারণ রয়েছে। পাঁচটি রাজ্যে ভোট হচ্ছে, সব জায়গায় পরিস্থিতি এক নয়। অন্যত্রও অফিসার বদলি করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হয়।'

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

একের পর এক ভয়ঙ্কর হামলা ইরানের, প্রাণ গেল ৮ ভারতীয়র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের মেঘ কাটার সম্ভাবনা এখনই নেই। ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছেন, সংঘর্ষ চলবে অন্তত ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ। এদিকে, যুদ্ধের জেরে প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সংঘর্ষের বলি হচ্ছেন ভারতীয়রাও। ইরান-আমেরিকার সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত কত ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে, জানিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক।পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ যাত্রী ভারতে ফিরে এসেছেন। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র, রণধীর জয়সওয়াল বলেন,"আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। একই সঙ্গে সংযত হওয়ার এবং আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের উপর জোর দিচ্ছি।"

তিনি আরও জানান, ২৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। দুই নেতার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। সমুদ্রপথে অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। একইসঙ্গে হামলার কড়া নিন্দা করেন তিনি। বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত আটজন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। একজন এখনও নিখোঁজ। নয়াদিল্লিতে এক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (উপসাগরীয় অঞ্চল) অসীম আর মহাজন বলেন,"খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রবিবার কুয়েতে একটি হামলায় এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।" তবে, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

তিনি আরও বলেন,"আমরা মৃতের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। কুয়েতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে দ্রুত মৃতদেহ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"এর আগে ২০ মার্চ অসীম আর মহাজন জানিয়েছিলেন, ছয়জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট। সৌদি আরবে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ১৮ মার্চ রিয়াধে এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

(৩ পাতার পর)

আমার ঘুম ভাঙায় তৃণমূল নেতারা', হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন শুভেন্দু

দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তরুণ মাইতিকে (তৃণমূল প্রার্থী) তৃণমূলের লোকেরাই ভোট দেবেন না।

আমার তো ঘুম ভাঙায় এগরার তৃণমূলের নেতারা। তৃণমূলের নেতারা সকাল ৬টা ১০ মিনিটে মেসেজ করেন। মোবাইল ভর্তি। নামগুলো ৪ তারিখের পরে বলব। আমায় বলেন, আর একটু জোর দিন। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, কী হবে? তখন বলেন, পানিপারুলে ৩ হাজার মাইনাস করব।" একথা বলে নিজের মোবাইল দেখালেন তিনি। এগরা পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন নায়েককে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "স্বপন নায়েকের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিরোধী রয়েছে।

(৩ পাতার পর)

সিইও দফতর ঘিরে অশান্তির ঘটনায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন খোদ মনোজও

দিতে হবে। তারা যদি না পারে কমিশন পদক্ষেপ করবে।" নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত কলকাতা পুলিশের নতুন কমিশনার অজয় নন্দের কাজে খুশি নন। মঙ্গলবার সিইও দফতরের সামনে গন্ডগোলের পরে জানিয়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, সিপি অন্য এক পুলিশ অফিসারের কথায় চলছেন, যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'গোলাম'। এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, কমিশনকে বলবেন। এ দিকে সিইও দফতরের ঘটনায় অজয়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মনোজও। তিনি জানান, ওই জায়গায় গন্ডগোল হলে তা সামলানোর দায়িত্ব কলকাতার পুলিশ কমিশনারেরই।

মঙ্গলবার সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলপন্থী বিএলও-রা। তাঁদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয় বিজেপি কর্মীদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। সেই ঘটনার পরে শুভেন্দু বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পেটাতে হবে। গ্যাস ফাটাতে হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা কার্যকর করতে হবে। ভাল করে মারলে সোজা হবে। লাঠি আছে তো হাতে! বন্দুক ব্যবহারের দরকার নেই।" এখানেই থামেননি শুভেন্দু। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজ করতে না পারা নিয়ে কলকাতার কমিশনের দিকে তিনি আঙুল তোলেন। তাঁর কথায়, "কেন্দ্রীয় বাহিনী কাশ্মীর সোজা করেছে। এখানে সোজা করতে দিতে হবে তো! কমিশন যে এখানকার সিপি দিয়েছে, সেই সিপি ঠিক নেই। এখনও বুঝতে পারছেন না কী হচ্ছে!" এর পরে আক্রমণের ধার বাড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, "রূপেশ কুমার নামে এক জন অফিসারের কথায় চলছেন কমিশনার। তিনি মমতার জ্যাক (গোলাম)।"

রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি জারি হওয়ার পরেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সুপ্রতিম সরকারকে সরিয়ে অজয়কে বসায় কমিশন। শুধু কলকাতা পুলিশ নয়, রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ শীর্ষস্তরে রদবদল করে কমিশন। শুভেন্দু বলেন, "কলকাতা পুলিশ সোজা হয়নি। কমিশনকে করতে হবে। পুলিশ অবজার্ভারকে বলেছি। সিইও-কে বলেছি। কমিশনকে বলতে হবে। অজয় নন্দ ঠিক নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন না। বা ঢুকতে চাইছেন না।"

সিনেমার খবর

অস্কারের মঞ্চে যেটা ঘটল তা লজ্জাজনক : হেমা মালিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন ‘অস্কার’ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অস্কার কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে ‘প্রয়াতদের স্মরণ’ তালিকায় বলিউড কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্র-র নাম থাকলেও মূল সম্প্রচারে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ভক্তদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন তার স্ত্রী ও বর্ষীয়ান অভিনেত্রী হেমা মালিনী। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অস্কারের সরাসরি অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিল্পীদের স্মরণ করা হলেও সেখানে ভারতের ‘হিম্যান’ খ্যাত ধর্মেন্দ্রর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

অথচ এর আগে ৭৮তম ব্রিটিশ চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে তাকে স্মরণ করা হয়েছিল। অস্কারের এমন আচরণকে অনেকেই বৈষম্যমূলক হিসাবে দেখছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হেমা মালিনী বলেন, ‘অস্কারের মঞ্চে যেটা ঘটল তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।’

তিনি আরও বলেন, ‘অস্কারের মঞ্চে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কী করা হলো, সেসব নিয়ে আমি মোটেও ভাবি না। তিনি তার জীবদ্দশায় কখনও খুব বেশি পুরস্কার পাননি। তাহলে আজ কেন আমি অস্কারকে বিশেষ গুরুত্ব দেব?’

পুরস্কার নিয়ে রাজনীতি বা বঞ্চনার প্রসঙ্গে ‘ড্রিম গার্ল’ খ্যাত এই অভিনেত্রী বলেন, ‘আমরা দু’জনেই আমাদের দেশে যে পরিমাণ ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছি, তাতেই অনেক খুশি। তবে এটা সত্যি যে, কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্তি থেকে আমরা বরাবরই বঞ্চিত হয়েছি।’

অশালীন কনটেন্ট বিতর্কে বিপাকে নোরা ফাতেহি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

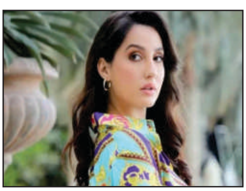

বলিউডের ‘আইটেম গার্ল’ খ্যাত অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি এবার বড় ধরনের আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন। সঞ্জয় দত্ত অভিনীত ‘কেডি: দ্য ডেভিল’ ছবির ‘সরকে চুনর তেরি সরকে’ গানটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। গানের কথা এবং নোরার নাচের ভঙ্গি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে যাওয়ার পর ভারতে গানটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রকাশ্যেই ক্ষমা চেয়েছেন নোরা ফাতেহি। তিনি জানান, প্রায় তিন বছর আগে কন্নড় ভাষায় গানটির শুটিং হয়েছিল। সে সময় এর বিষয়বস্তু নিয়ে আপত্তির কোনো কারণ তিনি খুঁজে পাননি। তবে হিন্দি সংস্করণ সামনে আসার পর গানের কিছু অংশ নোরার কাছেও অস্বস্তিকর মনে হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

একই সঙ্গে নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে নোরা বলেন, ‘আমি কোনো তারকাসন্তান নই নিজের পরিশ্রম আর সম্মানই আমার একমাত্র পুঁজি।’ অভিনেত্রীর দাবি, গানের বিষয়ে তিনি আপত্তি জানালেও নির্মাতারা সেটিকে গুরুত্ব দেননি।

তবে ক্ষমা চেয়েও পার পাচ্ছেন না এই মরোক্কান সুন্দরী। ১০ জন আইনজীবীর একটি দল ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নোরার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। তাদের দাবি, নোরা বারবার এমন সব কনটেন্টে যুক্ত হচ্ছেন যা অশালীন, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ এবং ভারতীয় সমাজের মূল্যবোধের পরিপন্থী। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধরনের উপস্থাপনা নারীর মর্যাদার জন্য অসম্মানজনক এবং তরুণ প্রজন্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আইনজীবীরা ‘ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬’ বা বিদেশি আইনের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, কোনো বিদেশি নাগরিকের কার্যকলাপ যদি দেশের শালীনতা বা জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়, তবে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। তাদের দাবি ভারতে নোরা ফাতেহির কাজ করার অনুমতি বা ‘ওয়ার্ক পারমিট’ বাতিল করা হোক।

চুল প্রতিস্থাপনে ব্যস্ত অভিনেতারা, কেন ব্যতিক্রম অনুপম খের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের পর্দায় নিজের গ্ল্যামার ধরে রাখতে অনেক অভিনেতাই ‘হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট’ বা চুল প্রতিস্থাপনের পথে হাঁটেন। কেউ গোপনে কেউ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারের স্বার্থে এ কাজ করেন।

তবে এর ব্যতিক্রম বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই টাক মাথাতেই তাকে দেখে অভ্যস্ত দর্শক। এই লুক নিয়েই নিজেকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন অভিনেতা।

সম্প্রতি চুল প্রতিস্থাপন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে নিজের অটল অবস্থানের কথা জানালেন তিনি। অনুপম বলেন, আমি অনেক (চুল প্রতিস্থাপন) সংস্থার স্বপ্নের পুরুষ।

অভিনয়ের খাতিরে চুল লাগানোর অনুরোধ ফিরিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে অভিনেতা জানান, অনেক প্রতিষ্ঠান মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কেশ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল। বিজ্ঞাপনের প্রচারের খাতিরে হলেও তিনি যেন চুল লাগান এমন অনুরোধও এসেছে।

কিন্তু বরাবরই মতো লোভনীয় সব প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন অনুপম। তার ভাষ্যমতে, আমার কাছে এমন অনেক প্রস্তাব এসেছে যেখানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কেশ প্রতিস্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি কখনো এতে আগ্রহী নই। তাই বরাবরের মতো সেসব প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি।

তিনি মনে করেন, মাথায় কৃত্রিম চুল লাগালে দীর্ঘদিনের চেনা ব্যক্তিত্বে এমন পরিবর্তন আসবে, যা তার সঙ্গে একেবারেই মানানসই হবে না। শুধু নিজের ইচ্ছা নয়, এই সিদ্ধান্তের পেছনে তার ছেলের আবেগের জায়গাও জড়িয়ে আছে।

সূর্যবংশীর ঝড়ে ১২ ওভারেই রাজস্থানের জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএলে দুর্দান্ত ব্যাটিং প্রদর্শন করে মাত্র ১২.১ ওভারে সহজ জয় তুলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। এই জয়ের নায়ক ১৫ বছর বয়সী ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী, তার বিধ্বংসী ইনিংসে ছিন্নভিন্ন হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং আক্রমণ।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে সোমবার রাতের ম্যাচে আগে ব্যাট করে মাত্র ১২৭ রানে অলআউট হয়ে যায় চেন্নাই। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন সূর্যবংশী। ইনিংসের প্রথম বলেই জীবন পাওয়ার পর পরের বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দেন তিনি।

এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পাওয়ার প্লের মধ্যেই মাত্র ১৫ বলে ফিফটি পূর্ণ করেন এই কিশোর, যা আইপিএলে রাজস্থানের হয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম অর্ধশতক। এই রেকর্ডে শীর্ষে আছেন তারই উদ্বোধনী সঙ্গী যশস্বী জয়সওয়াল, তিনি ২০২৩ সালে ১৩ বলে ফিফটি করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত সপ্তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ৪ চার ও ৫ ছক্কায় ১৭ বলে ৫২ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন সূর্যবংশী। তার তাণ্ডবে পাওয়ার প্লেতেই ৭৪ রান তুলে নেয় রাজস্থান।

পরে ধ্রুব জুরেল ১৮ রান করে আউট হলেও, আর কোনো বিপদ হতে দেননি জয়সওয়াল ও রিয়ান পরাগ। জয়সওয়াল ৩৬ বলে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন, আর পরাগ যোগ করেন ১৪ রান।

চেন্নাইয়ের পক্ষে একমাত্র সাফল্য পান আনশুল কাম্বোজ, তিনি ২টি উইকেট নেন।

এর আগে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে চেন্নাই। পাওয়ার প্লেতেই ৪ উইকেট হারানোর পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা। এক পর্যায়ে ৮২ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা দলটিকে কিছুটা এগিয়ে নেন জেমি ওভারটন, যিনি ৩৬ বলে ৪৩ রান করেন।

রাজস্থানের হয়ে বল হাতে সমান তালে আঘাত হানেন জফ্রা আর্চার, নান্দ্রে বার্গার ও রবীন্দ্র জাদেজা, প্রত্যেকে নেন দুটি করে উইকেট।

বিশ্বকাপের আগে রোনালদো ভক্তদের দুঃসংবাদ

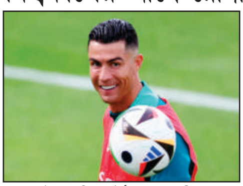

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ বিশ্বকাপের আগে দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। সেই দুই ম্যাচকে সামনে রেখে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন। যেখানে জায়গা হয়নি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। ২৭ সদস্যের স্কোয়াডে রোনালদোর জায়গা না পাওয়াটা অবশ্য পারফরম্যান্সের কারণে নয়।

সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে খেলতে নেমে ডান হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন রোনালদো। এখনো পুরোপুরি সেরে উঠতে না পারায় রোনালদোকে দলে রাখেননি কোচ রবার্তো মার্টিনেজ।

২৭ সদস্যের দল ঘোষণা করে রোনালদোর না থাকা প্রসঙ্গে মার্টিনেজ বলেন, 'না, ও ঝুঁকিতে নেই। এটা ছোটখাটো পেশীর চোট এবং আমরা মনে করি এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যেই ও ফিরে আসতে পারবে। এই মৌসুমে ক্রিশ্চিয়ানো যা করেছে তা দেখে বুঝা যাচ্ছে ও দারুণ ফিট আছে এবং শারীরিক কোনো সমস্যা নেই।'

আগামী ২৯ মার্চ মেক্সিকো ও ১ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে পর্তুগাল। নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান আগামী ১৭ জুন প্লে-অফ টুর্নামেন্টের বিজয়ী দলের বিপক্ষে শুরু করবে পর্তুগাল।

প্রীতি ম্যাচের পর্তুগাল স্কোয়াড : দিওগো কস্তা, হোসে সা, রুই সিলভা, মাথিয়াস নুনেস, দিয়োগো দালোট, জোয়াও ক্যানসেলো, নুনো মেন্দেস, গনসালো ইনাসিও, রেনাতো ভেইগা, আন্তোনিও সিলভা, তোমাস আরাউজো, রুবেন নেভেস, সামু কস্তা, মাতেউস ফার্নান্দেস, জোয়াও নেভেস, ভিতিনিয়া, ব্রুনো ফার্নান্দেস, রদ্রিগো মোরা, রিকার্দো হোর্তা, পেদ্রো গনসালভেস, জোয়াও ফেলিক্স, ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও, ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও, রাফায়েল লেয়াও, পেদ্রো নেতো, গনসালো গুয়েদেস, গনসালো রামোস।

পিএসএলে দল পেলেন প্রোটিয়া তারকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ২০২৬ আসরকে সামনে রেখে দলে পরিবর্তন এনেছে করাচি কিংস। ব্যক্তিগত কারণে এবারের আসর থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপেনার জনসন চার্লস। তার পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ ব্যাটার রিজা হেনড্রিকসকে।

হেনড্রিকসের জন্য এটি পিএসএলে দ্বিতীয় অধ্যায়। এর আগে ২০২৪ মৌসুমে তিনি মুলতান সুলতান্সের হয়ে খেলেছিলেন। ওই আসরে আট ইনিংসে ৪৩.৪২ গড়ে ও ১৩৪.৫১ স্ট্রাইক রেটে ৩০৪ রান করেন এই টপ-অর্ডার ব্যাটার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ২৯৬ ম্যাচ খেলে ৬৪টি অর্ধশতক ও ৫টি শতক করেছেন তিনি, যা তার অভিজ্ঞতার প্রমাণ।

হেনড্রিকসের জন্য এটি পিএসএলে দ্বিতীয় অধ্যায়। এর আগে ২০২৪ মৌসুমে তিনি মুলতান সুলতান্সের হয়ে খেলেছিলেন। ওই আসরে আট ইনিংসে ৪৩.৪২ গড়ে ও ১৩৪.৫১ স্ট্রাইক রেটে ৩০৪ রান করেন এই টপ-অর্ডার ব্যাটার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ২৯৬ ম্যাচ খেলে ৬৪টি অর্ধশতক ও ৫টি শতক করেছেন তিনি, যা তার অভিজ্ঞতার প্রমাণ।

হেনড্রিকস যোগ দেওয়ায় করাচি কিংসের বিদেশি খেলোয়াড়দের তালিকা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। দলে আগে থেকেই রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার, লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পা, ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মঈন আলী এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যাটার মুহাম্মদ ওয়াসিম।

গত মৌসুমে তৃতীয় স্থানে থেকে আসর শেষ করেছিল করাচি কিংস, যা ছিল ২০২১ সালের পর তাদের প্রথম প্লে-অফে ওঠা। এবার সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আরও ভালো করার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে দলটি। পিএসএল ২০২৬-এ করাচি কিংস তাদের অভিযান শুরু করবে ২৭ মার্চ, গত আসরের রানার্স-আপ কোয়েটা গ্লাডিয়েটর্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR